রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ১৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৪, ২০১৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০৯—২১৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯৫—৫২৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৯৫—৮৭৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৭
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০২৪.১২-৩২—রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের আপন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম-সচিবের প্রাধিকার না থাকায় উক্ত বিভাগের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো ঃ

(১) **কমিটির গঠন ঃ**

(ক) দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি ঃ

সভাপতি

(১) উপ-সচিব, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) কম্পট্রোলার, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

(৩) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৪) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৫) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site. www.bgpress.gov.bd

(খ) **৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ/পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি ঃ**

সভাপতি

(১) উপ-সচিব, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) কম্পট্রোলার, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

(৩) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৪) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৫) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৬) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।

(২) **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(অ) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের আপন বিভাগের দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদানের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান;

(আ) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত বিধায় ৩য় হইতে ২য় শ্রেণীর পদে বা গ্রেডে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ বা সরাসরি নিয়োগের বিষয় সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত। এই জাতীয় নিয়োগ (পদোন্নতির মাধ্যমে বা সরাসরি) আলোচ্য কমিটির আওতা বহির্ভূত থাকিবে;

(ই) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ এর ৮নং বিধি মোতাবেক একই শ্রেণীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের পরামর্শ নিস্প্রয়োজন বিধায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এক পদ হইতে অপর পদে পদোন্নতির বিষয় আলোচ্য কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ মাঘ ১৪২০/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১০-৫৩—যেহেতু, জনাব শরীফ মোর্তুজা মামুন (৪০৭১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর, রাজশাহী বর্তমানে উপ-পরিচালক (উপসচিব), সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১০ নং বিভাগীয় মামলায় গত ০৪-০১-২০১১ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১০-১০ নং প্রজ্ঞাপনে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে পরবর্তী "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত" (Reduction to a lower stage in the time-scale for Two years) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব শরীফ মোর্তুজা মামুন (৪০৭১), তাঁর উপর আরোপিত উল্লিখিত লঘুদন্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রথমে রিভিউ আবেদন করেন এবং সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১৭ বিধি মোতাবেক সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল আবেদন করা যায় বিধায় তিনি পরবর্তীতে পত্রদ্বারা উক্ত রিভিউ আবেদনটি আপিল আবেদন হিসেবে গণ্য করার আবেদন করেন;

যেহেতু, তাঁর পূর্বের নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত রিভিউ আবেদনটিকে আপিল আবেদন হিসেবে গণ্য করার সদয় সম্মতি প্রদান এবং এ কারণে বিলম্বিত ০২ বছর ০৮ মাস সময় প্রমার্জনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন প্রয়োজন মর্মে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে তাঁর রিভিউ আবেদনটি আপিল আবেদন হিসেবে বিবেচনাপূর্বক বিলম্বিত সময় প্রমার্জন করেন এবং আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনাক্রমে তাঁকে প্রদত্ত "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত" (Reduction to a lower stage in the time-scale for Two years) করার লঘুদন্ড হ্রাস করে "০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of one increment for one year) করার লঘুদন্ড প্রদান করেছেন এবং তাঁকে প্রদত্ত দন্ডের অন্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে মর্মে অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব শরীফ মোর্তুজা মামুন (৪০৭১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর, রাজশাহী বর্তমানে উপ-পরিচালক (উপসচিব), সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১০ নং বিভাগীয় মামলায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে পরবর্তী "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত" (Reduction to a lower stage in the time-scale for Two years) করার লঘুদন্ড প্রদানের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৪-০১-২০১১ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১০-১০ নং প্রজ্ঞাপনে জারীকৃত শাস্তির আদেশটি বাতিলপূর্বক ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "০১ (এক) বছরের জন্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত" (Reduction to a lower stage in the time-scale for one year) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হল। তবে শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পর রিডাকশনকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪২০/১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৩-৫৫—যেহেতু, জনাব আবু হেনা মোঃ মুস্তাফা কামাল (পরিচিতি নং-১৫০১৮), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যশোর সদর, যশোর, বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, খোকসা, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক, যশোর গত ০৮-০৪-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের সহকারী কমিশনার (ভূমি), যশোর সদর, যশোর এর কার্যালয় আকস্মিক পরিদর্শনকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নামজারী কেস নিস্পত্তিতে বিধি-বিধান, নিয়মনীতি উপেক্ষা করা এবং কেস নিস্পত্তির বিধিসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না করাসহ নানা অসংগতি ও অনিয়ম দেখতে পাওয়া, উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ২০১২–২০১৩ অর্থবছরে ব্যবহৃত ৭নং নামজারী রেজিস্টারের মাঝখানের পৃষ্ঠা খুলে রেখে পৃথক পৃষ্ঠা সংযোজন করে নতুনভাবে বাঁধাই করা, রেজিস্টারের ১৮৩ নং পৃষ্ঠায় ৬৩২৩/IX-I/১২/১৩ নম্বর নামজারী কেস শেষ করে ১৮৪ নং পৃষ্ঠায় ৬৩৮৪/IX-I/১২-১৩ নম্বর নামজারী কেস শুরু করা, নামজারী কেস নম্বরের ক্রম অনুসরণ না করা, নামজারী রেজিস্টারে একাধিক বাই নম্বর দিয়ে নতুন নথি সৃজন করা ও উক্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে বর্ণিত কেসগুলো নিস্পত্তি ও ডি.সি.আর. প্রদান করা এবং পরবর্তীতে অফিস সহকারী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলামের ব্যক্তিগত ব্যবহৃত ব্যাগ অনুসন্ধান-পূর্বক ২০১২–১৩ অর্থবছরে ব্যবহৃত ৭নং নামজারী রেজিস্টারের মাঝখানে খুলে রাখা পৃষ্ঠাগুলো খুঁজে পাওয়া, এছাড়া কেস নম্বর ৬৯১১/IX-I/১২–১৩ এ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিবেদন না নেওয়া ও কেস সংশ্লিষ্টদের কোনরূপ নোটিশ জারী না করা, ৬৭০৭/IX-I/১২-১৩ ও ৬৯৬৫/IX-I/১২-১৩ নম্বর নামজারী কেসের নথিতে ০২-০৪-২০১৩ তারিখ উল্লেখপূর্বক পিছনের তারিখ দেখিয়ে অফিস সহকারী কর্তৃক রায় লেখা ও ৬৩২৩(৭)/IX-I/১২–১৩ নম্বর নামজারী কেসটি অনিয়মতান্ত্রিক-ভাবে সৃজনপূর্বক জেলা প্রশাসক, যশোরের ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখার নামীয় সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও জনৈক মোঃ আদম আলী মুন্সী, পিতা মৃত হাজের আলী, সাং সলুয়া, চৌগাছা, যশোর এর নামে উক্ত জমি নামপত্তন করে ডি.সি.আর. প্রদান করা যা অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে অনুমোদিত হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক, যশোর দেখতে পান। অভিযুক্ত কর্মকর্তার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে উক্ত বিধিতে অভিযোগ গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২০-১১-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১১.১৩-৪৫৭ নম্বর স্মারকযোগে তার কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০১-১২-২০১৩ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করলে গত ২৮-০১-২০১৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আবু হেনা মোঃ মুস্তাফা কামাল (পরিচিতি নং-১৫০১৮) তার প্রদত্ত লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তার অবস্থান ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তিনি বলেন যে, যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের নামজারী রেজিস্টারের ভেতরের পৃষ্ঠা খুলে ফেলা, তাতে নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন করা, পুরাতন খুলে ফেলা পৃষ্ঠা অফিস সহকারী জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম এর ব্যাগে পাওয়া, নামজারী কেস নং ৬৯১১/IX-I/১২–১৩ এ ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট থেকে প্রতিবেদন না নেয়া, নোটিশ জারী না করা কিংবা ৬৭০৭/IX-I/১২–১৩ ও ৬৯৬৫/IX-I/১২–১৩ নম্বর নামজারী কেসের নথিতে পিছনের তারিখ দেখিয়ে অফিস সহকারী কর্তৃক রায় লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী দায়ী। এছাড়াও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর (ত্রাণ শাখা) এর গত ৩১-০৫-২০০৬ তারিখের ৭৮১/১(৩)/ত্রাণ নং স্মারকপত্রের মাধ্যমে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে বিধায় উক্ত জমি নামজারী করায় সরকারি স্বার্থের কোন ক্ষতি তিনি করেননি মর্মে তিনি দাবি করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি যশোর সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছুটিতে থাকাবস্থায় উপজেলা ভূমি অফিসের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে ৮ম দিনে আকস্মিক অফিস পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসক, যশোর তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রেরণ করেছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের কারণে উপজেলা ভূমি অফিসের সকল বিষয়ে সমভাবে মনোযোগ দিতে পারতেন না বিধায় অফিস সহকারী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম শঠতার আশ্রয় নিয়ে নামজারী কেস নথি ও রেজিস্টারে তার খেয়ালখুশীমত এ সমস্ত কাজ করেছেন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। উক্ত অফিস সহকারী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলামকে এ অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং ইতোমধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা সব সময় সততা ও নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোন ভুল হয়ে থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত উল্লেখ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ও অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আবু হেনা মোঃ মুস্তাফা কামাল (পরিচিতি নং ১৫০১৮) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব আবু হেনা মোঃ মুস্তাফা কামাল (পরিচিতি নং-১৫০১৮), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যশোর সদর, যশোর, বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, খোকসা, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহিত প্রদান করা হল।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৩-৫৬—যেহেতু, জনাব মোঃ হাসান হাবীব (পরিচিতি নং ১৫৯২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) যশোর সদর, যশোর, বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কাউখালী, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক, যশোর গত ২৫-১০-২০১২ তারিখে আকস্মিকভাবে উক্ত কর্মকর্তার কার্যালয় পরিদর্শনকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নামজারী কেস নিস্পত্তিকালে নিয়মনীতি উপেক্ষা করা, একই দিনে কেস নথি সৃজন, নোটিশ প্রস্তুত, প্রেরণ এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে অগ্রিম প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক নামজারী কেস নথি নিস্পত্তি করা,

নামজারি রেজিস্টারে নম্বরবিহীন কেস এন্ট্রি করা, দাপ্তরিক বিভিন্ন চিঠিপত্র রেজিস্টারে এন্ট্রি না করে এলোমেলো অবস্থায় ফেলে রাখা ও তারিখবিহীন স্বাক্ষর প্রদান করা, নামজারী রেজিস্টারে নম্বর কাটা ছেঁড়া করা ও নামজারী কেসের ক্রম অনুসরণ না করা এবং নামজারী কেস প্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার বেশি নিয়ে নামজারী কেস নিস্পত্তি করা ইত্যাদি অভিযোগ আনয়ন করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে উক্ত বিধিতে অভিযোগ গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১২-১১-২০১৩ তারিখের নং ০৫.০০. ০০০০.১৮১.২৭.০১৭.১৩-৪৫০ নম্বর স্মারকযোগে তার কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৮-১২-২০১৩ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জনাব প্রদান করার জন্য সময় বৃদ্ধিকরণের আবেদন করলে গত ৩০-১২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত লিখিত জবাব প্রদানের জন্য সময় মঞ্জুর করা হয় এবং গত ৩০-১২-২০১৩ তারিখ তিনি কৈফিয়ত তলবের জনাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করলে গত ০৫-০২-২০১৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসান হাবীব (পরিচিতি নং ১৫৯২৪) তার প্রদত্ত লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তার অবস্থান ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তিনি বলেন যে, যশোর সদর উপজেলায় গত ১৩-০২-২০১২ তারিখ হতে ২৪-১০-২০১২ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সকল কার্য-পদ্ধদ্ধি ও নিয়ম-নীতি অনুসরণপূর্বক তিনি নামজারী কেস নিস্পত্তি করেছেন। প্রাপ্ত চিঠিপত্র রেজিস্টারে এন্ট্রি করা এবং ফাইলে সংরক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীর। যথাযথভাবে নামজারী কেস নিস্পত্তির ক্ষেত্রে তার দাপ্তরিক লিখিত নির্দেশনা ছিল। বাংলাদেশ ফরম ২৭০ এর বিধান মোতাবেক তিনি নামজারী কেস নথি স্বাক্ষর করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। অভিযোগে বর্ণিত নামজারী কেস এন্ট্রি করার সময়কালীন গত ১৮-১০-১২ তারিখ সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী জনাব হায়দার আলী অন্যত্র বদলী হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষরকৃত কেস নথি উক্ত অফিস সহকারী যথাসময়ে এন্ট্রি করেননি। নামজারী কেসের রেজিস্টার সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীর নিকট রক্ষিত থাকে এবং কেস এন্ট্রি করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীর উপর বর্তায়। নামজারী কেসে চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের সময় নামজারী রেজিস্টার অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা হতো। নামজারী রেজিস্টারে তথ্য এন্ট্রি করার সময় সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী কাটা ছেঁড়া করেছেন এবং এর দায়ভার সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীর মর্মে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা আরও বলেন যে, নামজারী কেস প্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বা তার অধিক টাকা নিয়ে নামজারী কেস নিস্পত্তি করার অভিযোগটি ভিত্তিহীন এবং অসত্য। অভিযুক্ত কর্মকর্তা সব সময় সততা ও নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোন ভুল হয়ে থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত উল্লেখ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ও অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে নামজারী কেসে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণের অভিযোগের বিষয়ে কোন তথ্য-প্রমাণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করতে পারেননি। এসব অভিযোগ জেলা প্রশাসক, যশোর লোকমুখে শুনেছেন মর্মে উল্লেখ করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসান হাবীব (পরিচিতি নং ১৫৯২৪), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি(Corruption)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মোঃ হাসান হাবীব (পরিচিতি নং ১৫৯২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) যশোর সদর, যশোর, বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কাউখালী, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহিত প্রদান করা হল।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৪ মাঘ ১৪২০/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১৬.২০১৩-৪২—যেহেতু, জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের (পরিচিতি নম্বর-৬৯১৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গত ০৩-০২-২০০৮ তারিখ হতে ১৯-০৩-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালীন শ্রীপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় শ্রীপুর উপজেলাধীন লোহাগাছ মৌজার এস.এ. ২৪৭ নং খতিয়ানে শুধুমাত্র ৩১ নং দাগে ০.৮৯ একর জমি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নামজারী ও জমাভাগ নথি নং-৫০৫৫/০৮—০৯ মূলে বর্ণিত এস.এ. ২৪৭ নং খতিয়ানে ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জাল পর্চার মাধ্যমে ৩০ নং দাগ অন্তর্ভুক্ত করে সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত ৬.৪২ একর জমি সম্পত্তি ব্যক্তিজোতের অনুকূলে নামজারী করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি Corruption)" এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০-১২-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭. ০২.০০.০১৬.২০১৩-৫৭৮ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২২-১২-২০১৩ তারিখে তাঁর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করায় গত ২২-০১-২০১৪ তারিখ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে তিনি জানান যে, তিনি শ্রীপুর উপজেলা ভূমি অফিসে রক্ষিত সমস্ত কাগজপত্র অর্থাৎ আর.এস.ভলিউম দেখে এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং কানুনগোর সুস্পষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে নামজারী করেছেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নিজে স্বাক্ষর করে জাল এস.এ. পর্চা দাখিল করেছেন। জালপর্চা দাখিল করার সাথে তিনি কোনভাবেই জড়িত নন;

যেহেতু, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও কানুনগোর সুপারিশের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ৬.৪২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় নামজারী করেছেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের (পরিচিতি নম্বর-৬৯১৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহিত প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৭ মাঘ ১৪২০/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১৬.২০১৩-৪৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৪৯৭৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা বর্তমানে পরিচালক (যুগ্মসচিব), সরকারী আবাসন পরিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উক্ত উপজেলাধীন ৪নং সুরখালী ইউনিয়নের অধীন ঝপঝপিয়া নদী পুনঃখনন কাজের জন্য ২০০০–২০০১ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১০০ মেঃ টন চাল জনৈক ইউ.পি সদস্য কর্তৃক নামমাত্র নদী খনন করে বাকী চাল আত্মসাত করার অভিযোগ উত্থাপিত হলে জেলা প্রশাসক, খুলনা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। তাঁর উপর অর্পিত এ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন না করায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার প্রতিটি পর্যায় যথাযথভাবে সম্পন্ন করে তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধিতে বর্ণিত বর্তমান টাইম স্কেলের্ এক ধাপ নিম্নে এক বছরের জন্য অবনমিত করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৪৯৭৫), তাঁর উপর আরোপিত লঘুদণ্ড মওকুফের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী গত ২৪-০৯-২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদন করেন। তাঁর আবেদনটি গত ২৩-০১-২০১৪ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৪৯৭৫), এর উক্ত দণ্ড মওকুফের আবেদনটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় বিবেচনাপূর্বক তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক প্রদত্ত টাইম স্কেলের এক ধাপ নিম্নে এক বছরের জন্য অবনমিত করার লঘুদণ্ড মওকফ করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর-৪৯৭৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা বর্তমানে পরিচালক (যুগ্মসচিব), সরকারী আবাসন পরিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০২-২০০৬ তারিখের সম/ডি৫(বিঃমাঃ)-৩৩/২০০৫-৮৮ নং আদেশমূলে বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত লঘুদণ্ড এতদ্বারা বাতিলপূর্বক তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহিত প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৩ মাঘ ১৪২০/০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১০.২০১৩-৫২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর-১৫২৬০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা গত ২৪-০৫-২০১১ তারিখ হতে ০২-০৯-২০১২ তারিখ পর্যন্ত লামা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর এ কর্মকালীন ০৮-০৩-২০১২ তারিখে ৩৩ (তেত্রিশ) একর সরকারি খাস জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মিরিঞ্জা পর্যটন কমপ্লেক্সটি বিধি বহির্ভূতভাবে ৪০ (চল্লিশ) বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা ইস্টার্ন রিসোর্ট এন্ড এমিউজমেন্ট লিমিটেডকে প্রদানপূর্বক ইজারা চুক্তি সম্পাদন করার অভিযোগে তাঁর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৪-০৯-২০১৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং গত ১৫-০১-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, লামা উপজেলার পর্যটন ও উন্নয়নের স্বার্থে মিরঞ্জা পর্যটন কমপ্লেক্সটি লীজ দিয়েছেন। তিনি বিষয়টি জেলা প্রশাসককে মৌখিকভাবে অবহিত করেন। তখন জেলা প্রশাসক তাঁকে মৌখিকভাবে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি উক্ত কাজটি সরল বিশ্বাসে করেন। এতে তাঁর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য এবং নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্তের জবাব, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৮-০৩-২০১২ তারিখে ইস্টার্ন রিসোর্ট এন্ড এমিউজমেন্ট লিমিটেড এর নিকট ৩৩ (তেত্রিশ) একর সরকারি খাস জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মিরিঞ্জা পর্যটন কমপ্লেক্সটি ৪০ (চল্লিশ) বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদানপূর্বক ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেন। লামা উপজেলার পর্যটনের বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থে লীজ প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হলেও ইজারা দান প্রক্রিয়া বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল। বিধি বহির্ভূতভাবে সম্পূর্ণ একক সিদ্ধান্তে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে দীর্ঘ মেয়াদী লিজ প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী তাঁকে লঘুদণ্ড "তিরস্কার (Censure)" প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর-১৫২৬০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লামা বান্দরবান পার্বত্য জেলা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড "তিরস্কার (Censure)" প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১২.২০১৩-৫৩—যেহেতু, জনাব সাইফুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর-১৫৮০৬) নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গত ১৪-০৮-২০১২ তারিখ হতে কর্মরত আছেন। গত ১৭-০৫-২০১৩ তারিখে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনার আদেশ অমান্য করে মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর প্রটোকলের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকায় অর্থাৎ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৯-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১২.২০১৩-৩৫৬ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২১-১১-২০১৩ তারিখে তাঁর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করায় গত ২০-০১-২০১৪ তারিখ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে তিনি জানান যে, শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে দুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করায় তাঁর পক্ষে প্রটোকলের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পরিবর্তে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রটোকলসহ অন্যান্য যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তবে প্রটোকল প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি তিনি জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনাকে অবহিত করতে পারেন নি বিধায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা, কর্মকর্তার চাকুরীর অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত কর্মজীবনের বিষয়টি বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব সাইফুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর-১৫৮০৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪২০/১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৩-৫৪—যেহেতু, জনাব এ. জেড. এম. শারজিল হাসান (পরিচিতি নম্বর-১৫৩৯৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, শিবগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গত ৩১-১০-২০১০ হতে ০৯-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে শিবগঞ্জ উপজেলায় হরতাল চলাকালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া, দুস্কৃতিকারী কর্তৃক পর্যটন মোটেল ভাংচুর, কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে শৈথিল্য প্রদর্শন এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১-০৮-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০৭.২০১৩-২৭১ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাবে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০৮-১০-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য বেগম শামীমা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব, তদন্ত-১, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা উভয় পক্ষের সাক্ষ্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রদান করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ঘটনার পূর্বে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত ফোর্স হিসেবে বিজিবি তলব করান, ঘটনার দিন নিজে সকাল থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ উপজেলার সর্বত্র মুভমেন্টে ছিলেন, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৪ ধারা জারি করেন; প্রতিমন্ত্রীর বাড়ীতে উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণ প্রতিহত করেন, কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিসে আগুন লাগার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক গাড়ী পাঠানোর জন্য ফায়ার সার্ভিসকে অনুরোধ করেন এবং তাঁর তদারকিতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হাজির হয়ে বিলম্ব হলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ফলে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয় না;

সেহেতু, জনাব এ. জেড. এম. শারজিল হাসান (পরিচিতি নম্বর-১৫৩৯৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৩-৫৫—যেহেতু, জনাব মোঃ রশিদুল মান্নাফ কবীর (পরিচিতি নম্বর-১৫৩৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, চিরিরবন্দর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গত ৩১-০১-২০১২ হতে ২৭-০৮-২০১২ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে চিরিরবন্দর উপজেলাধীন বলাই

বাজার নামকস্থানে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে গত ০৪-০৮-২০১২ তারিখ স্থানীয় দুই সম্প্রদায়ের অধিবাসীগণের মধ্যে উত্তেজনা ও অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তিনি সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩-০১-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৩-৩২ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাবে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৭-০৪-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়ে এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য বেগম শামীমা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব, তদন্ত-১, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা উভয় পক্ষের সাক্ষ্য ও আনুষঙ্গিক দলিলপত্র পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রদান করেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ঘটনার দিন অর্থাৎ ০৪-০৮-২০১২ তারিখ এবং ঘটনার পূর্বে একাধিকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, ০৩-০৮-২০১২ তারিখে ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করেছেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ ও যথাসয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেছেন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ো আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদন ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অভিযুক্ত কর্মকর্তা সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি সহ যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা বাস্তবতার আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না;

সেহেতু, জনাব মোঃ রশিদুল মান্নাফ কবীর (পরিচিতি নম্বর-১৫৩৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

মাঠ প্রশাসন-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৫ পৌষ ১৪২০/০৮ জানুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৫.০৪৯.১১-০৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-১ এর ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৭.১৫১.০১৫.০৫.০০.০০৬.২০১২/২৫৯ নং স্মারক; অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-২ এর ১২-০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৫.০০৮.১২-১৭৮ নং স্মারক; ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৯-১২-২০১০ খ্রিস্টাব্দের ০৪.২২১.০২২.০০.০০.০২০.২০১০-৮২ নং স্মারকে জারীকৃত সরকারী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে; এবং ক্যাডার পদ সৃজনে সংশ্লিষ্ট সকলের অনুমোদনক্রমে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ভূমি অফিসের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ০১ (এক) টি পদ এবং ঢাকা জেলার আশুলিয়া রাজস্ব সার্কেল, আমিনবাজার রাজস্ব সার্কেল ও কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল (দক্ষিণ); নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা রাজস্ব সার্কেল ও সিদ্ধিরগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল; এবং গাজীপুর জেলার টঙ্গী রাজস্ব সার্কেল এর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ০৬ (ছয়) টি পদসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র মোট ০৭ (সাত) টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল, ২০০৯	বেতন নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি	পদের সংখ্যা
(১)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	টাঃ ১১,০০০–২০,৩৭০ (৯ নং গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে।	০১ (এক)টি
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	টাঃ ১১,০০০–২০,৩৭০ (৯ নং গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে।	০৬ (ছয়)টি

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত হতে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

খালেদা আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মাঠ প্রশাসন-৫ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২০/৩০ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৪১.২৮.০১৮.১১-২৭৯—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ০১ (এক) টি ১ম শ্রেণীর পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণে এতদ্বারা সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো ঃ

(ক) **হস্তান্তরিত পদ**

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন স্কেল
(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১ (এক)টি	টা. ১৮,৫০০—২৯,৭০০

২। অর্থ বিভাগের ২১-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/ব্যঃনিঃ-৪/সংস্থা-১২/০৯/১৩৫ সংখ্যক স্মারকের পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩-০১-২০১৩খ্রিঃ তারিখের ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১৩-১২(১) সংখ্যক স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুসরণে এ মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ রেয়াজুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিধি-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৫ ফাল্গুন, ১৪২০/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০৪.১১-৫৪—আসন্ন চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ উপলক্ষে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত সময়সূচী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে ভোটগ্রহণের দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো ঃ

	পর্যায়সমূহ	তারিখ
(১)	প্রথম পর্যায়ের ৯৭টি উপজেলা পরিষদ এর নির্বাচন (পরিশিষ্ট-ক)	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, বুধবার
(২)	প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (পরিশিষ্ট-খ)	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, সোমবার
(৩)	দ্বিতীয় পর্যায়ের ১১৭টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (পরিশিষ্ট-গ)	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, বৃহস্পতিবার
(৪)	দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (পরিশিষ্ট-ঘ)	০১ মার্চ, ২০১৪ শনিবার
(৫)	তৃতীয় পর্যায়ের ৮৩টি উপজেলা পরিষদ এর নির্বাচন (পরিশিষ্ট-ঙ)	১৫ মার্চ, ২০১৪ শনিবার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবহন অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ০৮ পৌষ, ১৪২০/২২ ডিসেম্বর, ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.১৫.০১৯.০৮-৬৪৪—আমি আদিষ্ট হয়ে বরগুনা জেলার তালতলী ও পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের টিওএন্ডই-তে ০১টি করে মোট ০২টি জীপগাড়ি অন্তর্ভুক্তি এবং উক্ত দু'টি জীপগাড়ির জন্য জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর ৪৭০০—৯৭৪৫ টাকা বেতনক্রমে ০১টি করে মোট ০২টি জীপচালকের পদ আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি।

২। উল্লেখিত পদ দু'টির বেতন-ভাতাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের নির্ধারিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে। সরকারি সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

৩। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

মাহমুদা খাতুন
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৬০.২০১৩-৮৩৬—যেহেতু, জনাব অনুপম পাল, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, বাগেরহাট, বেতনস্কেল, ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকা বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলায় এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন জনতা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে;

যেহেতু, জনাব অনুপম পাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ৭-১১-২০১২ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৬০.২০১২-৭১০ নম্বর স্মারক মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন সিনিয়র সহকারী সচিবকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব অনুপম পাল এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও যাবতীয় রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে জনাব অনুপম পালকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (সি) বিধি মোতাবেক সরকারি "চাকুরী হতে অপসারণ" করার গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব অনুপম পালকে "চাকুরী হতে অপসারণ" করার গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগের ২৪-৬-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৬০.২০১২-৩৯৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব অনুপম পাল কর্তৃক দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে "চাকুরী হতে অপসারণ" করার গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে এ বিভাগের ১০-৯-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৬০.২০১২-৫৮১ নম্বর স্মারক মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়।

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন ১-১২-২০১৩ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.০৫১.২০১৩.৫৫৩ নম্বর স্মারক মাধ্যমে জনাব অনুপম পালকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (সি) বিধি মোতাবেক "চাকুরী হতে অপসারণ" করার কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করেছে;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব অনুপম পাল, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, বাগেরহাট, (সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী, শরণখোলা, বাগেরহাট) কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (সি) বিধি মোতাবেক "চাকুরী হতে অপসারণ" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২ (অপারেশন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০২ বৈশাখ ১৪২১/১৫ এপ্রিল ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৫৩.২০১০.৮০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	চর নোয়াপাড়া	৪৭	সদরপুর	ফরিদপুর
(২)	বিলতামারহাজী	১৬৩	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৩)	আরাজী মাগুরা	১৪০	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৪)	নিধিপুর	১২৬	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৫)	পাকুরিয়া	২৮	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(৬)	আরাজী রুদ্রবানা	১২	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(৭)	বিলপুটিয়া	২৬	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(৮)	বারাংকুলা	৪১	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(৯)	বিলকাজুলিয়া	৬৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(১০)	বড় ডোমরাসুর	৬৪	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(১১)	মিলিক শ্রীরামপুর	৯৮	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১২)	তপার কান্দা	১৯০	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৩)	মন্ডলগাতী	৯২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৪)	খোর্দ্দ দুবলাসুর	৩১	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৫)	নহাট্টা	১৪২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৬)	কালিসাকান্দি	৬২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৭)	জাইগীর আড়পাড়া	০৮	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৮)	আটাডাঙ্গাবিল	৫৬	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৯)	রাজপাট ডোমরাকান্দি	১১৫	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(২০)	ফলসী	১৫১	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(২১)	গোপালপুর	০৫	টুংগীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(২২)	পোড়াগাছা	১১	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(২৩)	পুনাইখারকান্দি	০৬	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(২৪)	চাপকাটী	৬৪	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
(২৫)	পশ্চিম ধনই	১৭	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৬)	ঠাকুরতা কান্দি	৩৬	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৭)	বাহেড্যা	৬০	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(২৮)	দুপখোলা	৪৭	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(২৯)	দশমনতারা	২০	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(৩০)	উত্তর ডামুড্যা	৩৫	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(৩১)	থানতলী	১২১	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
(৩২)	মোবারকদী	১৪৮	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
(৩৩)	উত্তর বাজিতপুর	৪৮	শিবচর	মাদারীপুর
(৩৪)	ভদ্রাসন	৫৬	শিবচর	মাদারীপুর
(৩৫)	মাদবরের কান্দি	৬৫	শিবচর	মাদারীপুর
(৩৬)	শম্ভূক	৪৬	শিবচর	মাদারীপুর
(৩৭)	মালের কান্দি	৬৬	শিবচর	মাদারীপুর
(৩৮)	পশ্চিম কাকইর	৩৯	শিবচর	মাদারীপুর
(৩৯)	মুকুন্দিয়া হায়দারপুর	১৮৬	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৪০)	পাংগাসিয়া	১৯১	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৪১)	জগৎপুর	১৮৪	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৪২)	বড় নুরপুর	৭৯	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৪৩)	শ্রীকোল	১৭৩	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(৪৪)	খালকুলা	৯০	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(৪৫)	পদমদী	০৬	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(৪৬)	জঙ্গল	১১২	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুর্শিদা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ মে ২০১৩

নং ২৭.০৮৩.০১৪.০৯.০০.১১.২০১৩-১৩৩—পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "National Power Transmission Network Development Project" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নিম্নোক্তভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ

(৩) যুগ্ম প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ

(৪) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

(৫) আইএমইডি'র প্রতিনিধি

(৬) পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

(৭) ইআরডি'র প্রতিনিধি

(৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি

(৯) বিউবো'র প্রতিনিধি

(১০) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-৩, বিদ্যুৎ বিভাগ

(১১) জাইকা'র প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১২) প্রকল্প পরিচালক

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং;

(খ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া;

(গ) প্রতি ৩ মাসে ন্যূনতম একবার সভা করা;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপান্বিতা সাহা
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ মার্চ ২০১৪

নং ১২.০৫২.০২৭.০০.০০.০৬৮.২০১২-২৩৩—যেহেতু বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ খোরশেদ আলী তালুকদার (পরিচিতি নং ১৩০), প্রাক্তন মুখ্য প্রশিক্ষক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করার পর বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত গ্রহণ করে তাঁকে 'চাকরি হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সার-সংক্ষেপ আকারে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০১ আগস্ট ২০০২ তারিখে তা অনুমোদন করেন এবং মন্ত্রণালয়ের ০৭ আগস্ট ২০০২ তারিখের ১৩৮৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে 'চাকরি হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ খোরশেদ আলী তালুকদার বগুড়াস্থ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এটি-৪৭/২০০২ নং মামলা দায়ের করেন। মামলায় সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করা হলে তিনি ঢাকাস্থ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এএটি আপীল নং-২০৪/২০০৩ দায়ের করেন। এ মামলায় বিজ্ঞ আদালত সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করলে সরকার পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিপিএলএ মামলা নং-৫৫১/২০০৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মহামান্য আদালত গত ০১ মার্চ ২০১২ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে বিধি মোতাবেক তদন্ত অফিসার/তদন্ত বোর্ড গঠনপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ নতুন করে তদন্তের নির্দেশনা প্রদান করে রায় দেন;

যেহেতু মহামান্য হাইকোর্টের আপীল বিভাগের ০১ মার্চ ২০১২ তারিখের উক্ত রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জনাব মোঃ খোরশেদ আলী তালুকদার (বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র অভিযোগে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নতুন করে তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (সম্প্রসারণ) বেগম ভিকারুন নেছা কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে Agriculture Suport for Innovation and Reform Project (ASIRP)-এর অর্থায়নে বিভিন্ন মেরামত কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কেন সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে 'বাধ্যতামূলক অবসরদান' (Compulsory retirement) দণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তার প্রেরিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে 'বাধ্যতামূলক অবসরদান' (Compulsory retirement) দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসরদান' (Compulsory retirement) দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন এ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু জনাব মোঃ খোরশেদ আলী তালুকদার (পরিচিতি নং ১৩০) বিসিএস ক্যাডারভুক্ত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা বিধায় তাঁকে 'বাধ্যতামূলক অবসরদান' (Compulsory retirement) দণ্ড প্রদানের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন প্রদান করেন;

সেহেতু জনাব মোঃ খোরশেদ আলী তালুকদার (পরিচিতি নং ১৩০), প্রাক্তন মুখ্য প্রশিক্ষক (বরখাস্তকৃত), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা, পিএসসি'র মতামত এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগীয় মামলায় তাঁকে 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি'র দায়ে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (বি) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) দণ্ড প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. এস এম নাজমুল ইসলাম
সচিব।